নবিজির প্রতি ভালোবাসা

নুরুদ্দিন ঈতর

নবিজির প্রতি ভালোবাসা

অনুবাদ
সদরুল আমীন সাকিব

মাকতাবাতুল হাসান

নবিজির প্রতি ভালোবাসা
মূল আরবি গ্রন্থ : হুব্বুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-আলিহি ওয়া-সাহবিহি ওয়া-সাল্লাম মিনাল ইমান
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪২/জানুয়ারি ২০২১
সম্পাদনা : মাকতাবাতুল হাসান সম্পাদনাপর্ষদ
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
অনলাইন পরিবেশক :
quickkcart.com - wafilife.com - rokomari.com
ISBN : 978-984-8012-65-9
Web : maktabatulhasan.com

মুদ্রিত মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র

Nobijir Proti Valobasha
Dr. Nuruddin Itr
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com || fb/Maktabahasan

“

হে নবি, বলে দিন : তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে তোমাদের পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র, অর্জিত ধনসম্পদ, মন্দার আশঙ্কাপূর্ণ ব্যবসা এবং ভালোবাসার বাসস্থান অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর শাস্তি আসা পর্যন্ত। আল্লাহ অবাধ্যদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না। (সুরা তওবা : ২৪)

”

©
প্রকাশক
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ১১
লেখকের জীবনী ১৫
লেখকের কথা ১৯

প্রথম অধ্যায়
নবিপ্রেমের পরিচয় ও তাৎপর্য

প্রারম্ভিকা ২১
নবিপ্রেম আবশ্যক হওয়ার কারণসমূহ ২৩
এক. পূর্ণতার গুণাবলির প্রেক্ষিতে নবিপ্রেম ২৩
দুই. বদান্যতা ও অবারিত দানের প্রেক্ষিতে নবিপ্রেম ২৫
আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা সর্বোর্ধ্বে ২৭
ভালোবাসার বিভিন্ন প্রকার ও নবিপ্রেম ২৯
নবিপ্রেম সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনার গুরুত্ব ও ভূমিকা ২৯
নবিপ্রেম বাস্তবায়নের পদ্ধতি ৩৩
নবিপ্রেমের নিদর্শন : ফরজপ্রীতি ৩৩
নবিপ্রেমের নিদর্শন : সুন্নতপ্রীতি ৩৪
নবিপ্রেমের নিদর্শন এবং তা সৃষ্টিতে প্রভাবক বিষয়সমূহ ৩৭
এক. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ৩৭
দুই. পবিত্র কুরআনের প্রতি ভালোবাসা লালন ৩৮

তিন. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের প্রতি ভালোবাসা এবং হাদিস পাঠ ৩৯
চার. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ও আচার-বৈশিষ্ট্যের প্রতি মহব্বত পোষণ..... ৪০
পাঁচ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিকহারে স্মরণ করা এবং প্রতিবার তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন..... ৪১
ছয়. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের আশায় অধীর হওয়া..... ৪২
সাত. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অধিক পরিমাণে রহমত ও শান্তির দোয়া (দুরুদ পাঠ) করা ৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাহাবায়ে কেরামের নবিপ্রেম

প্রারম্ভিকা ৪৫
বদরযুদ্ধের ঘটনা ৪৬
রাজির ঘটনা ৪৭
বনু মুস্তালিকের অভিযান ৪৮
হুদায়বিয়ার ঘটনা..... ৫০
সাহাবিদের সাধারণ অবস্থা বর্ণনামূলক দুটো হাদিস ৫১
হুনাইন অভিযান ও আনসারদের প্রতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন্তব্য..... ৫২
নবিপ্রেমে সাহাবায়ে কেরামের প্রতিযোগিতা ৫৪
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের প্রেমানুভূতি..... ৫৬

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাহাবিগণের নবিপ্রেম

হজরত আবু বকর রা.-এর নবিপ্রেম..... ৫৭
হজরত উমর রা.-এর নবিপ্রেম..... ৬২
হজরত উসমান রা.-এর নবিপ্রেম..... ৬৬
হজরত আলি রা.-এর নবিপ্রেম..... ৭২
বিভিন্ন সাহাবির নবিপ্রেমের চিত্র..... ৭৭
হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর নবিপ্রেম..... ৭৭
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেটে সাওয়াদ বিন গাজিয়্যাহ রা.-এর চুমুদান..... ৭৮
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সাহাবিয়া উম্মে আম্মারা রা.-এর জান উৎসর্জন..... ৭৯
বিরাট-বিরাট মুসিবতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সান্ত্বনা..... ৮০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সাহাবিদের অন্তরের সান্ত্বনা..... ৮০
নবিপ্রেম ও তাঁর প্রতি সাহাবিদের আগ্রহ-আকর্ষণ..... ৮২
নবিপ্রেমের গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শন..... ৮৫
এক. নবিপরিবারের প্রতি মহব্বত পোষণ..... ৮৫
দুই. সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণ..... ৮৬
তিন. মনে-মনে ভালোবাসার তুলনা করা..... ৮৭
পরিশিষ্ট..... ৮৯
গ্রন্থসূত্র..... ৯০

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। এবং তাঁর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সকল মুমিনের হৃদয়ের স্পন্দন ও সকলের প্রেম-ভালোবাসার দ্বিতীয় কেন্দ্র হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। পাশাপাশি নবিজির পরিবার-পরিজন, সাহাবিগণ এবং সকল যুগের আশেকে রাসুলগণের ওপরও সেই রহমত ও শান্তি বর্ষণের ধারা অব্যাহত থাকুক।

প্রিয় পাঠক,

আল্লাহ তায়ালাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করাই মূলত আমাদের শ্রেষ্ঠ সফলতা। নিজের রবকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে পারার চেয়ে আনন্দের কিছু হতে পারে না। তা ছাড়া সেই মহানের প্রতি আত্মহারা হয়ে, অন্তত অস্তিত্ব ও অব্যাহত নেয়ামতপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম লালন করা উচিত, সেই প্রেম ও ভালোবাসা ক্রমশ বাড়িয়ে তোলাও প্রয়োজন।

তো সেই প্রভুপ্রেমের স্বীকৃতিলাভ ও তা বাড়িয়ে তোলার অনন্য মাধ্যম হচ্ছে মহান আল্লাহর প্রেমাস্পদ হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা, হৃদয়ের মণিকোঠায় তাঁর প্রতি প্রেম লালন করা। এমনকি ইমানের পরিপূর্ণতার জন্য নবিপ্রেমকে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে! বস্তুত সকলের মধ্যে সেই প্রেম জাগ্রত করতেই আমাদের এই আয়োজন।

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা পোষণের তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা, ফজিলত, প্রেমহীনতার ক্ষতি ইত্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তিকাটির রচয়িতা প্রয়াত সিরিয়ান মুহাক্কিক আলেম ড. নুরুদ্দিন ঈতর রহ.। উলুমুল হাদিসের সাথে সম্পৃক্ত ওলামায়ে কেরাম ও তালেবে ইলমদের নিকট যিনি সুপরিচিত ব্যক্তি। পুস্তিকাটিতে তিনি অতি সংক্ষেপে নবিপ্রেমের তত্ত্ব ও উদাহরণের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন।

আল্লাহ চাইলে এর মাধ্যমে নবি-অনুরাগী মুমিনদের নবিপ্রেমে উন্নতি সাধন হবে।

পুস্তিকাটিতে হাদিস ও আছার[১] উল্লেখের ক্ষেত্রে রচয়িতা সেগুলোর সূত্র যোগ করেননি। তার ভূমিকাতে তিনি এ কথা স্পষ্ট করেছেন যে, শুধু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সন্নিবেশ করার কারণে তিনি এ বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। তার ইলমি অবস্থানের কারণে ব্যক্তিগতভাবে তার কথার ওপর নির্ভর করা আমার জন্য যথেষ্ট ছিল; তবুও পাঠকের হাতে সূত্রসমেত পৌঁছে দেওয়ার বাসনা থেকে পুস্তিকায় হাদিসরূপে বর্ণিত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীগুলোর তাখরিজ (সূত্রনির্দেশ) করেছি। কিছু স্থানে হয়তো রচয়িতার বর্ণিত হুবহু বর্ণনাটিই পেয়েছি, আবার কোথাও হয়তো এক-দুই শব্দের পার্থক্যসহ বা ভাবার্থ পেয়েছি; সে ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট করে দিয়েছি।

রচয়িতা সিরিয়ান হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তার আশপাশে শিয়া প্রোপাগান্ডার প্রভাব ছিল। সম্ভবত তাই কিছু-কিছু স্থানে তিনি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সেগুলোকে আমরা শিয়াদের জবাব ধরে নিতে পারি। যেমন, হজরত উসমান রা.-এর ব্যাপারে অমূলক কথা না বলা, হজরত আলি রা.-এর ফজিলত প্রমাণের জন্য জাল বর্ণনার আশ্রয় না নেওয়া, উম্মাহাতুল মুমিনিনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা রাখার প্রতি জোর দেওয়া ইত্যাদি।

অবশেষে, প্রকাশের ক্ষেত্রে বিলম্বিত হলেও অনুবাদের ক্ষেত্রে এটি আমার প্রথম অনুবাদ। তাই এই পুস্তিকাটির সাথে আমার অন্যরকম অনুভূতি জড়িত। এ ছাড়া বিষয় বিচারেও এটি শ্রেষ্ঠ। আমার লেখালেখির প্রতি উৎসাহদাতা মধুর বিড়ম্বনাময় আব্দুল্লাহ এবং অনুবাদ জগতে এগিয়ে নিয়ে আসা জোজন আরিফ ভাই ও আহসান জামিল ভাইয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও জীবনে বরকতপ্রাপ্তির দোয়া রইল। সম্পাদনা পর্ষদের প্রতিও আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অনুবাদটি যথাসম্ভব নির্ভুল, সাবলীল ও উপকারীরূপে উপস্থাপনার চেষ্টা করেছি। তবুও মানুষ হিসেবে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সে ধরনের কিছু দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক

---

১. সাহাবি ও তাবিয়িগণ থেকে বর্ণিত বিষয়াবলিকে আছার বলা হয়।-অনুবাদক

আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন বলে আশা রাখি। আল্লাহর নিকট কামনা, তিনি যেন এই পুস্তিকার মাধ্যমে নবিপ্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করেন এবং সম্মানিত লেখক ও এর পেছনে শ্রম দেওয়া সকলকে জান্নাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী করেন। আমিন।

—সদরুল আমীন সাকিব
২৪/১২/২০২০ খ্রি.

লেখকের জীবনী

আল্লামা, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুহাক্কিক ড. নুরুদ্দিন ঈতর হাসানি হানাফি। পিতা আলহাজ মুহাম্মাদ ঈতর। নুরুদ্দিন ঈতর সিরিয়ার আলেপ্পো নগরীতে ১৭ সফর ১৩৫৬ মোতাবেক ২৩ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়দিক থেকেই হজরত হাসান রা.-এর বংশধর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। পাশাপাশি আলেপ্পো নগরীর স্বনামধন্য আলেমেদ্বীন আল্লামা মুহাম্মাদ নজিব সিরাজুদ্দিন হালাবি রহ.-কে নানা হিসেবে পাওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেন। শরয়ি ইলমের বিভিন্ন শাখায় তার ব্যুৎপত্তি ছিল। বিশেষত ইলমে হাদিসে তার দখল ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। মাজহাবগতভাবে তিনি ছিলেন হানাফি।

নুরুদ্দিন ঈতর তাকওয়াবান, দ্বীনদার, ইলম-মানসী ও আলেম-ওলামা অনুরাগী সম্ভ্রান্ত একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আলহাজ মুহাম্মাদ ঈতর আল্লামা মুহাম্মাদ নজিব সিরাজুদ্দিন রহ.-এর বিশেষ ছাত্রদের একজন, এমনকি তার নিকট শায়খ নিজ মেয়ে বিয়ে দেন। আলহাজ মুহাম্মাদ ঈতর ইলম, আমল ও আল্লাহর পথের দায়ি হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি স্বীয় পুত্র নুরুদ্দিন ঈতরকেও আল্লাহর পথে পরিচালনার ব্রত গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তাকে ইলম ও আমলি পরিবেশে প্রতিপালন করার প্রয়াসী হন। ফলে সন্তানের মনেও এগুলোর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

নুরুদ্দিন ঈতর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে আলেপ্পোর খসরুবিয়্যাহ শরয়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সেখান থেকে প্রথমস্থান অধিকারের মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে মাধ্যমিক শরয়িশিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমস্থান অধিকারের মাধ্যমে লিসান্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাফসির ও হাদিস বিভাগ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তার উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভটি বিষয় ও উপস্থাপনার বিচারে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে। তার অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল, طريقة الترمذي في جامعه والموازنة بينه وبين الصحيحين (জামে তিরমিজি রচনায় ইমাম তিরমিজির গৃহীত পন্থা এবং সহিহাইনের সাথে এই গ্রন্থের তুলনা)।

নুরুদ্দিন ঈতর শিক্ষানবিশকালে তার উন্নত ভবিষ্যতের আভাস এবং অধ্যবসায় ও তাকওয়া-পরহেজগারির মাধ্যমে আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খ ও আলেমদের বিশেষ দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন। তিনি আল্লাহওয়ালা ও আমলে দৃঢ়পদ একাধিক শায়খের সাহচর্যলাভে ধন্য হন। শায়খ মুস্তফা মুজাহিদ, শায়খ মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সামাহি, শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব বুহাইরি, শায়খ মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ প্রমুখ ছিলেন তার চরিত্র ও ব্যক্তি গঠনে অন্যতম প্রভাবক। তবে তার ইলম ও আধ্যাত্মিকতা বিনির্মাণে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন তার মামা ও শ্বশুর, প্রভূত যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমেদ্বীন, শায়খুল ইসলাম আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দিন হুসাইনি। নুরুদ্দিন ঈতর বিভিন্ন স্বনামধন্য আলেম থেকে হাদিস বর্ণনার ইজাজত (অনুমতি) লাভ করেন।

শায়খ নুরুদ্দিন ঈতর শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর সিরিয়ায় ফিরে আসেন। সেখানে কিছুদিনের জন্য একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন। তারপর ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই বছর যাবৎ মদিনা ইউনিভার্সিটিতে হাদিস বিষয়ে প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার দামেশক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ পেয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। সেখানে তিনি প্রথমে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন, এরপর শরিয়া অনুষদের অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি দামেশক ও আলেপ্পো বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও ইলমে হাদিস ও ইলমে তাফসির বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এ ছাড়া জনসাধারণের দ্বীনি ফায়দা ও গণমুখী ইলম-নসিহত বিতরণের লক্ষ্যে মসজিদভিত্তিক বয়ান ও ইলমি মজলিস পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। তার হাতে গড়া অসংখ্য শিষ্য গৌরবোজ্জ্বল আসনলাভ করে।

শায়খ তার ছাত্রদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। ছাত্র গড়ার দৃঢ়সংকল্প মনোভাব ও সংশোধনধর্মী তত্ত্বাবধান ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছাত্রদের দাওয়াতি ও ইলমি জীবন গঠনে তার প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। অনেক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং গোপনে তালেবে ইলমদের আর্থিক সহযোগিতায়ও তার উপস্থিতি পাওয়া যায়।

শায়খ নুরুদ্দিন ঈতর বিভিন্ন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন। তার তত্ত্বাবধানে অনেক অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদোন্নতিমূলক গবেষণাপত্র নিরীক্ষণে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি খুব সূক্ষ্মভাবে নিজের তত্ত্বাবধানকার্য পরিচালনা করতেন।

জীবিতকালে অত্যন্ত বিখ্যাত মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও তার পরম বিনয় ও পরিশুদ্ধ চালচলনের মাধ্যমে তিনি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। তার মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন। ইহজাগতিকতা ও বিভিন্ন পদপদবির ক্ষেত্রে তার ছিল চরম অনীহা। বিনয়, কোমলতা, উদারচিত্ত, দয়ামায়া, পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ও আল্লাহভীতির গুণে তার জুড়ি মেলা ভার। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কেউ তার মজলিসে উপস্থিত হলেই অনুধাবন করতে পারত যে, শায়খ নুরুদ্দিন এমন এক জগতের অধিবাসী, যে জগতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর আশেকদের প্রেমের সমাবেশ ঘটে। সেই মগ্নতায় শায়খ নুরুদ্দিন ঈতর তার বিশাল সব কৃতিত্ব থাকা সত্ত্বেও নিজেকে আড়ালে রাখতেই পছন্দ করতেন।

শায়খ নুরুদ্দিন ঈতর রচিত ও তার নিরীক্ষণে প্রকাশিত রচনাসংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে। উলুমুল কুরআন, উলুমুল হাদিস, ফিকহ ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে তার রচনা রয়েছে। তার মূল্যবান রচনাগুলো তালিবে ইলম ও গবেষকমহলে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। তার রচনা ও নিরীক্ষণের মধ্যে রয়েছে : ১. *উলুমুল কুরআনিল কারিম*, ২. *তারিকাতুত তিরমিজি ফি জামিয়িহি ওয়াল-মুওয়াযানাতু বাইনাস সহিহাইন*, ৩. *ফি যিলালিল হাদিসিন নাবাবি*, ৪. *মানহাজুন নকদ ফি উলুমিল হাদিস*। মুসতালাহুল হাদিসের ক্ষেত্রে এটি অনন্য এক গ্রন্থ। এর মাধ্যমে শায়খের ইলমে হাদিসের পাণ্ডিত্য ফুটে ওঠে। ৫. *ইলামুল আনাম শারহু বুলুগিল মারাম*, ৬. *লামাহাতুন মুজাযাতুন ফি উসুলি*

ইলালিল হাদিস, ৭. *মানাহিজুল মুহাদ্দিসিনাল আম্মাহ ফিন-রিওয়ায়াতি ওয়াত-তাসনিফ*, ৮. *ফাদলুল হাদিসিন নাবাবিয়্যিশ শারিফ ওয়া-জুহুদুল উম্মাহ ফি হিফজিহ*, ৯. *উলুমুল হাদিস লি-ইবনিস সলাহ*, ১০. *শারহু ইলালিত তিরমিজি*, ১১. *আল-মুগনি ফিদ-দুআফা লিয-যাহাবি*, ১২. *ইরশাদু তুল্লাবিল হাকায়িক*, ১৩. *নুযহাতুন নযর ফি তাওদিহি নুখবাতিল ফিকার*, ১৪. *আর-রিহলাহ ফি তলাবিল হাদিস*, ১৫. *মা যা আনিল মারআহ*, ১৬. *ফিকরুল মুসলিম ওয়া-তাহাদ্দিয়াতুল আলফিস সালিসাহ*, ১৭. *হুব্বুন মাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-আলিহি ওয়া-সাহবিহি ওয়া-সাল্লাম মিনাল ইমান* ইত্যাদি।

শায়খ নুরুদ্দিন ঈতর তার বর্ণাঢ্য ইলমি জীবন শেষে ৬ সফর ১৪৪২ মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে ৮৩ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।[১]

---

[১]. সূত্র : *মানাহিজুল মুহাদ্দিসিনাল আম্মাহ*: ১২২ (রচয়িতার জীবনী অংশ)
https://cutt.ly/KhEbOz2
https://cutt.ly/XhEbSyf
https://cutt.ly/bhEbL0L
-অনুবাদক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা মহান ও করুণাময় আল্লাহর জন্য। শ্রেষ্ঠতর রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক পূর্ণতা ও বদান্যতার গুণে সৃষ্টিসেরা, আমাদের পথিকৃৎ প্রিয় নবিজি এবং তাঁর পরিজন, সাহাবি ও তাদের অনুসারী প্রতিটি মুমিন বান্দার ওপর।

পরসমাচার,

অন্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা মানুষের জন্য মর্যাদা লাভ ও পূর্ণতা অর্জনের শ্রেষ্ঠতম পথ। এই মহামানবের প্রতি ভালোবাসা লালন করা ইমানের অংশও বটে। আমরা এভাবে তাঁর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি যে, তিনি যদি না হতেন তবে আমরা ইমানের পরিচয় লাভ করতেই সক্ষম হতাম না!

অতএব, প্রিয় পাঠক, বক্ষ্যমাণ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটির মাধ্যমে আমি সেই মহান রাসুলের প্রতি মহব্বতের পরিচয় ও তাৎপর্য বর্ণনার চেষ্টা করব এবং সর্বোত্তম প্রজন্ম সাহাবিগণের জীবনে এই প্রেম-ভালোবাসা কতটা বাস্তব হয়ে উঠেছিল তা তুলে ধরার প্রয়াস চালাব। আশা করি এর দ্বারা আমরা নবিপ্রেম চর্চার ক্ষেত্রে উপকৃত হব এবং তাঁকে মহব্বতের ফলস্বরূপ আখেরাতে নবিসঙ্গ লাভের মতো সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হব। যেমন হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»

মানুষ যাকে ভালোবাসে, তারই দলভুক্ত হবে।[৩]

---

৩. *সহিহ বুখারি*: ৬১৬৮।

—হাদিসটির পূর্ণরূপ এরকম, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে : আল্লাহর রাসুল, তার সম্বন্ধে আপনার কী মন্তব্য, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে তবে

আমার পুস্তিকাটির নাম হিসেবে আমি ইমাম বুখারি রহ. রচিত *সহিহ বুখারি* গ্রন্থ থেকে ইমান অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদের শিরোনামকে চয়ন করেছি, [যার বঙ্গানুবাদ] *রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা পোষণ ইমানের অংশ*।[৪] পুস্তিকাটির আলোচনায় আমি কেবল বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত হাদিসসমূহই উল্লেখ করেছি। তাই এখানে সেগুলোর সূত্র উল্লেখ বা সূত্রের বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনোরূপ পর্যালোচনা করে কথা বাড়াব না। অবশ্য জোর প্রদানস্বরূপ কিছু স্থানে হাদিসের বিশুদ্ধতার দিকটিও উল্লেখ করে দিয়েছি। মোটকথা, পুস্তিকায় উল্লেখিত সমস্ত বর্ণনাই আল্লাহর রহমতে প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে নবিপ্রেমের সেই স্তরে পৌঁছে দিন, যার প্রতি ইঙ্গিত করে আপনার হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, 'ব্যক্তি প্রেমাস্পদের সঙ্গী হবে।' আমিন।

—নুরুদ্দিন ঈতর

(আমলের মাধ্যমে) তাদের বরাবর হতে পারেনি? আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাবে বলেন : ব্যক্তি তার প্রেমাস্পদদেরই অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে।-অনুবাদক

[৪]. মূল আরবি পাঠ, حبّ الرسول صلى الله عليه (وآله وصحبه) وسلم من الإيمان -অনুবাদক